গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অপরিমেয় ঐতিহ্য
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd

স্মারক নম্বর : ৪৩.০০.০০০০০.১৩০.৯৯.০০৩.২২-৩১

তারিখ: ১৩ ফাল্গুন ১৪২৯
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

বিষয় : **'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আইন ২০২২' প্রণয়নের বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।**

সূত্র : আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্মারক নং ৪৩.২৫.০০০০.০০১.২২.০০১.০৭.১৭৩৩, তারিখ: ২১/১১/২০২২

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আইন ২০২২' এর ওপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/দপ্তর সংস্থার মতামত গ্রহণের নিমিত্ত ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নাজমা বেগম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৫৫১০০৮৮১

মহাপরিচালক
আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
শেরেবাংলানগর, ঢাকা।

অনুলিপি:
১. সচিব এর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবাল,ঢা

F Drive (Letter-Arcives-38)

মহাপরিচালকের দপ্তর
ডায়রী নং ২৫২
তারিখ ০৭/০৩/২০২৩
মহাপরিচালক
পরিচালক (আরকাইভস)
পরিচালক (লাইব্রেরি)

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর
ডাইরী নং ৮০
তারিখ ০৭/০৩/২৩
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

খসড়া

# বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ২০২২

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র কর্তৃক জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাসমূহের পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রহিয়াছে; এবং

যেহেতু জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি, ২০০১-এ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন এবং জাতীয় সংস্কৃতি নীতি, ২০০৬-এ জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেশের একমাত্র লিগ্যাল ডিপোজিটরি ও আধুনিক ডিজিটাল গ্রন্থাগার হিসাবে গড়িয়া তোলার সুপারিশ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে জাতীয় গ্রন্থাগারকে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে দেশের সাংস্কৃতিক সেতুস্বরূপ উল্লেখ করিয়া উহার জন্য আইন প্রণয়ন করিতে হইবে মর্মে নির্দেশনা রহিয়াছে; এবং

যেহেতু Rules of Business, 1996-এ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন গৃহীত কার্যক্রমের ৩নং ক্রমিকে জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও উত্তরণের কথা বলা হইয়াছে; এবং

যেহেতু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর বিশ্বের সহিত সঙ্গতি রক্ষা ও সমতা অর্জন এবং সর্বোপরি জাতীয় গ্রন্থাগার গঠন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত একটি আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

**১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।**– (১) এই আইন বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

**২। সংজ্ঞা।**– বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) **'অধিদপ্তর'** অর্থ ধারা ৪ এর উপধারা (১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর;

(২) **'উপদেষ্টা পরিষদ'** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত জাতীয় গ্রন্থাগারের উপদেষ্টা পরিষদ;

(৩) **'কর্মচারী'** অর্থ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত কর্মচারী;

(৪) **'গ্রন্থাগার সামগ্রী'** অর্থ গ্রন্থ, বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, সরকারি প্রকাশনা, গেজেট, গেজেটিয়ার, প্রতিবেদন, পাণ্ডুলিপি, সংবাদপত্র, স্বরলিপি, মানচিত্র, জার্নাল, পুস্তিকা, ছবি, তথ্য-উপাত্ত, প্রামাণ্যচিত্র, অডিও-ভিডিও সামগ্রী এবং ইলেকট্রনিক ও কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে ধারণকৃত ও প্রক্রিয়াজাত তথ্যসামগ্রী ইত্যাদি যাহা একটি গ্রন্থাগারে পাঠ, রেফারেন্স ও গবেষণার স্বার্থে সংগ্রহ-সংরক্ষণ করা হয়;

(৫) **'জাতীয় গ্রন্থাগার'** অর্থ এই আইনের ধারা ৫(১) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার';

(৬) **'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি'** অর্থ জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি;

(৭) **'পরিচালক'** অর্থ এই আইনের ধারা ৪(২) এর অধীন নিযুক্ত জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক;

(৮) **'পাণ্ডুলিপি'** অর্থ কোনো ধাতব বস্তু বা গ্রানাইট ব্যতীত কাগজ ও অন্যান্য বস্তুর উপর (পশুর চামড়া, ভুর্জপত্র, প্যাপিরাস, তালপাতা, তেরেট পাতা, গাছের ছাল-বাকল, তুলট কাগজ, হাতে তৈরি কাগজ ইত্যাদি) হস্ত লিখিত যান্ত্রিক বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রণীত ও প্রস্তুতকৃত এমন কোনো রচনা বা গ্রন্থিত দলিল যাহার সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক বা প্রামাণিক বা ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে;

(৯) **'পুস্তক'** অর্থ গ্রন্থ বা বই তথা হস্তলিখিত বা ছাপানো বা যে-কোনো ভাষায় মুদ্রিত অক্ষর সংবলিত লেখা, ছবি, ছবি সংবলিত কাগজ অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে তৈরি পাতলা শিট, যাহা একাধারে বাঁধা থাকে এবং মলাটের ভেতরে রক্ষিত থাকে; অনুরূপ ডিজিটাল পৃষ্ঠা যাহা ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশিত এবং সাহিত্যকর্ম, মানচিত্র, চার্ট বা নকশাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে সংবাদপত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(১০) **'বিধি'** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত 'বিধি';

(১১) **'মহাপরিচালক'** অর্থ আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক; এবং

(১২) **'সরকার'** অর্থ অর্থ এই আইনে বর্ণিত কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business Among the Different Ministries and Divisions) অনুসারে ক্ষমতা বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**— আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধি এবং এই আইনের অধীন প্রবর্তিত বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

**৪। আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর।**— (১) সরকার কর্তৃক জাতীয় উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর থাকিবে যাহার প্রধান নির্বাহী হইবেন একজন মহাপরিচালক।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রম গতিশীল করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিচালক থাকিবেন, যাহারা অধিদপ্তর হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে অথবা সরকার কর্তৃক সরাসরি বা প্রেষণে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃজন এবং সাংগঠনিক কাঠামো ও কর্মবণ্টন নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) অধিদপ্তরের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট নিয়োগ বিধি ও বিধিমালা থাকিবে এবং

(৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিয়োগ বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও শর্ত অনুসরণ করিয়া অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা যাইবে এবং তাহারা এই অধিদপ্তরের কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

**৫। জাতীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।**— (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাস্থ শেরেবাংলা নগরে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গ্রন্থাগার, অতঃপর বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার নামে অভিহিত হইবে এবং উহা এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন নিম্নবর্ণিত প্রধান প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে;

(ক) বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ব্যবহারের জন্য দেশে ও দেশের বাহিরে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী সংগ্রহ ও স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করা;

(খ) জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে জাতীয় সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করা;

(গ) গ্রন্থাগার সামগ্রীর তথ্যসেবাকে দেশে-বিদেশে জনসাধারণের জন্য সহজে অভিগম্য করা;

(ঘ) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ করা; এবং

(ঙ) আন্তঃগ্রন্থাগার সেবার মানোন্নয়নে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন ও নেতৃত্ব প্রদান করা।

(২) জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি নির্দিষ্ট ভবন থাকিবে এবং ইহা ঢাকায় অবস্থিত হইবে। তবে জাতীয় স্বার্থে ও প্রয়োজনবোধে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশের যে কোনো স্থানে ইহার অধীন শাখা গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাইবে।

(৩) জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট কার্যাবলি এবং জনবলের দায়িত্ব, কর্তব্য, কাজের পরিধি নির্ধারণ করা থাকিবে।

(৪) জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নিদিষ্ট সিলমোহর থাকিবে এবং কোনো গ্রন্থাগার সামগ্রীতে উক্ত সিল মোহরাঙ্কিত থাকিলে উহা জাতীয় গ্রন্থাগারের সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৫) জাতীয় গ্রন্থাগার সরকারের গ্রন্থ ও মুদ্রিত প্রকাশনার কেন্দ্রীয় স্থায়ী সংরক্ষণাগার হিসাবে বিবেচিত হইবে।

**৬। উপদেষ্টা পরিষদ গঠন।— (১)** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে।

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে, যথা-

(ক) সিনিয়র সচিব বা সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, যিনি ইহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এবং অর্থবিভাগ হইতে একজনকরিয়া মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের কর্মচারী;

(গ) মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি;

(ঘ) মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর;

(ঙ) পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার;

(চ) পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র;

(ছ) রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস, কপিরাইট অফিস;

(জ) প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ, পন্ডিত, লেখক, গবেষক অথবা গ্রন্থাগার মনস্ক ব্যক্তিদের মধ্য হইতে কর্তৃক মনোনীত দুই জন সদস্য, যাহাদের একজন নারী হইবেন;

(ঝ) উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের একজন অধ্যাপক;

(ঞ) সভাপতি বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (LAB), ঢাকা;

(ট) সভাপতি বা তৎকর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ গ্রন্থাগার ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (BALID), ঢাকা;

(ঠ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি; এবং

(ড) মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, যিনি ইহার সদস্যসচিবও হইবেন।

(৩) দফা (জ) ও (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ হইবে মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর।

**৭। উপদেষ্টা পরিষদের সভা।—** (১) উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) প্রতি বৎসরে অন্যূন ২ (দুই) বার উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) সভাপতির সম্মতিক্রমে মহাপরিচালক উপদেষ্টা পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন।

(৪) উপদেষ্টা পরিষদের সভার কোরামের জন্য অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উপদেষ্টা পরিষদের কোনো পরামর্শ অগ্রহণযোগ্য হইবে না।

**৮। উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি।—** (১) উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলি হইবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা, যথা-

(ক) জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া জাতীয় সংগ্রহশালার সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ;

(খ) দুষ্প্রাপ্য, পুরাতন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা, পত্রপত্রিকা, মানচিত্র ইত্যাদি জাতীয় সংগ্রহের অন্তর্ভুক্তকরণ;

(গ) জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যক্রমকে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে উন্নীতকরণ;

(ঘ) বাংলাদেশের গ্রন্থাগারসমূহের সেবার মানোন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঙ) বাংলাদেশের পুস্তকাদির মানোন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন;

(চ) গ্রন্থাগার পেশায় কর্মরতদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) জাতীয় গ্রন্থাগারে বিশেষ ধরনের সংগ্রহ বা কর্নার স্থাপন;

(জ) তথ্য ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে গ্রন্থাগার বিষয়ে সময়ে সময়ে সরকারকে দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(ঝ) গ্রন্থাগার বিষয়ে দেশে-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও সমন্বয়; এবং

(ঞ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাবলি।

৯। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব।**— মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি

(ক) অধিদপ্তরের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য দায়ী থাকিবেন;

(খ) অধিদপ্তরের মুখ্য হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করিবেন;

(গ) জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদির সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরিচালনা করিবেন;

(ঘ) গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিতে পারিবেন;

(চ) জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি বাস্তবায়নে দেশে-বিদেশে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অনুরূপ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবেন;

(ছ) জাতীয় গ্রন্থাগারের সহিত সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(জ) দুষ্প্রাপ্য ও গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঝ) জাতীয় স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থাগারে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হওয়া সমীচীন এইরূপ কোনো দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগার সামগ্রী যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকে, তাহা হইলে উহা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উহা পরিদর্শন বা পরীক্ষা করিবেন;

(ঞ) বাংলাদেশ সম্পর্কিত কোনো বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে বা যাহার উৎপত্তি বাংলাদেশে কিন্তু অবস্থান বাংলাদেশের বাহিরে এইরূপ কোনো পুস্তক বা গ্রন্থাগার সামগ্রী ধার হিসাবে বা ক্রয়ের মাধ্যমে উহার মূল বা অনুলিপি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা করিবেন;

(ট) জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঠ) জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন;

(ড) জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থাগার সামগ্রীর বাৎসরিক পরিসংখ্যান হালনাগাদ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ঢ) উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

(ণ) জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি এবং উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্তসমূহ মন্ত্রণালয়কে নিয়মিত অবহিত করিবেন; এবং

(ত) এই আইন ও তদধীন প্রণীত বিধি ও প্রবিধানের বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করিবেন।

**১০। ক্ষমতা অর্পণ।—** মহাপরিচালক তাঁহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব অধিদপ্তরের কার্য সম্পাদনের স্বার্থে অধস্তন কোনো কর্মচারীর নিকট অর্পণ করিতে পারিবেন।

**১১। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি।—** জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা-

(১) জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যমন্ডিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাসামগ্রীসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ মুদ্রিত প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(২) জনগুরুত্বসম্পন্ন দেশি-বিদেশি গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ;

(৩) বাংলাদেশে প্রকাশিত বা বিদেশে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত মৌলিক ও মানসম্মত প্রকাশনার সমন্বয়ে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণ;

(৪) জাতীয় সংগ্রহের সূচিকরণ, নির্ঘণ্ট, নির্দেশিকা প্রভৃতি প্রণয়ন ও প্রকাশ;

(৫) আন্তঃগ্রন্থাগার ক্যাটালগের অনলাইন ডাটাবেইজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সমন্বয়;

(৬) বাংলাদেশে গ্রন্থাগার পেশায় কর্মরতদের পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৭) দেশে-বিদেশে পুস্তক প্রদর্শনী ও বইমেলার আয়োজন;

(৮) বাংলাদেশের অন্যান্য গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং জাতীয় স্বার্থে অন্যান্য গ্রন্থাগার হইতে গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ;

(৯) জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে পাঠাভ্যাস সৃষ্টি ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(১০) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে পুস্তক পাঠ চর্চায় উৎসাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১১) জাতীয় স্বার্থে দেশের যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধিকারে থাকা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমন্ডিত পুরাতন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(১২) অন্যান্য দেশের জাতীয় গ্রন্থাগারসমূহের সহিত সমন্বয় সাধন ও সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণ;

(১৩) তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষায়িত শিক্ষা, গবেষণা, ইন্টার্নশিপ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(১৪) জাতীয় গ্রন্থপঞ্জিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকাশনা হইতে ব্যবহারকারীদের বিশেষ প্রয়োজনানুসারে রেফারেন্স ও

বিবলিওগ্রাফিক তথ্যসেবা প্রদান;

(১৫) শিশু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পাঠক ও গবেষকদের উপযোগী গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহপূর্বক সংরক্ষণ;

(১৬) সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নিষিদ্ধ বইসমূহ সংগ্রহ ও বিশেষভাবে সংরক্ষণ;

(১৭) গ্রন্থাগার বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করা;

(১৮) আন্তর্জাতিক পুস্তক বিনিময় কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা; এবং

(১৯) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

**১২। জাতীয় গ্রন্থাগারে পুস্তক সরবরাহ।**—(১) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য কোন বিধি সাপেক্ষে, কিন্তু ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ নং) এর ধারা ২৪ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইন কার্যকর হইবার পর হইতে বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রত্যেক পুস্তকের প্রকাশক, ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি যাহাই থাকুক না কেন, তাহার প্রকাশনার তারিখ হইতে ষাট দিবসের মধ্যে নিজ খরচে সর্বোত্তম মানের দুই কপি মুদ্রিত মৌলিক পুস্তক জাতীয় গ্রন্থাগারে আবশ্যিকভাবে জমা প্রদান করিবেন।

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারি কর্তৃপক্ষের অধীন প্রকাশিত পুস্তক, সাময়িকী বা অনুরূপ প্রকাশনার পাঁচ কপি তাহার প্রকাশের তারিখ হইতে ত্রিশ দিবসের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে। তবে শুধু দাপ্তরিক কার্যে ব্যবহারের জন্য প্রকাশিত প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) একজন দায়িপ্রাপ্ত কর্মচারী (বিবলিওগ্রাফার বা অন্য যে নামেই অভিহিত হউন) অথবা এতদ্‌উদ্দেশ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোনো ব্যক্তি প্রাপ্ত পুস্তকের লিখিত রশিদ প্রদান করিবেন।

(৪) এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি কোনো প্রকাশক লঙ্ঘন করিলে তিনি প্রতিটি পুস্তক বা প্রকাশনার মূল্যের পাঁচগুণ পরিমাণ পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন। নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক এই দন্ড আরোপ করা যাইবে।

১৩। **জাতীয় গ্রন্থাগারে সাময়িকী ও সংবাদপত্র সরবরাহ।**— (১) এই আইনের অধীন প্রণীতব্য বিধি সাপেক্ষে কিন্তু ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২৩ নং) এর ধারা ২৬ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ন না করিয়া বাংলাদেশে বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত প্রত্যেক সাময়িকী ও সংবাদপত্রের প্রকাশক নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট সাময়িকী বা সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার এক কপি উহা প্রকাশিত হওয়া মাত্রই জাতীয় গ্রন্থাগারে সরবরাহ করিবেন। তবে সংরক্ষণের স্বার্থে জাতীয় সংবাদপত্রের প্রকাশকগণ সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের পূর্ণ এক মাসের সংখ্যা উত্তম অবস্থায় একত্রে সরবরাহ করিতে পারিবেন।

(২) এই আইনের বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধি কোনো প্রকাশক লঙ্ঘন করিলে ১২(৪) এর অনুরুপ দন্ড আরোপ করা যাইবে।

**১৪। ই-রিসোর্স জমাদান।**— জাতীয় স্বার্থে জাতীয় গ্রন্থাগারের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রকাশিত সকল ই-রিসোর্সের প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীগণ তাহাদের প্রকাশনাসমূহের হুবহু কপি বা অনলাইন ভার্সন বা সাংকেতিক কোড বা লিংক এমনভাবে প্রেরণ বা জমাদান করিবেন যেন উহা সংরক্ষণ ও পাঠযোগ্য হয়।

**১৫। জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণ ।**— বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনে পাঠ, গবেষণা ও রেফারেন্সের চাহিদা পূরণকল্পে, সর্বোপরি জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দেশি-বিদেশি পুস্তক, জ্ঞানসামগ্রী, দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, মানচিত্র, অনলাইন জার্নাল ও ই-রিসোর্স সৌজন্য বা দান বা ক্রয় বা চাঁদা প্রদান (Subscription) প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করা যাইবে। এই আইনের ধারা ১২ ও ১৩ এর বিধানাবলিতে যাহাই থাকুক না কেন, অধিদপ্তর এর একটি নিজস্ব পুস্তক ক্রয় নীতিমালা থাকিবে যাহা অনুসরণপূর্বক জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি নির্বাচন এবং ক্রয় করা যাইবে।

**১৬। জাতীয় গ্রন্থাগার সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ।** জাতীয় গ্রন্থাগার সংগৃহীত গ্রন্থাগার সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ এবং স্থায়ীত্ব ও সুরক্ষায় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্বীকৃত পদ্ধতির অনুসরণ করিবে।

**১৭। ছাঁটাই ও বিনষ্টকরণ ।**— যেই সকল গ্রন্থাগার সামগ্রী স্থায়ী সংরক্ষণ অনুপযোগী বা বিনষ্টযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই সকল সামগ্রী ছাঁটাই নীতিমালা অনুযায়ী ছাঁটাই ও বিনষ্ট করা যাইবে। ক্ষেত্র বিশেষে ছাঁটাইকৃত এইসব গ্রন্থাগার সামগ্রী বিনামূল্যে অন্যান্য গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে বিতরণ করা যাইবে।

**১৮। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ।**—জাতীয় গ্রন্থাগার **(১)** গ্রন্থাগার সামগ্রী সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, ব্যবহার ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রবর্তন ও ব্যবহার নিশ্চিত করিবে।

(২) তথ্য দ্রুত পুনরুদ্ধার ও উন্নত তথ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে অটোমেশন ও ডিজিটাইজেশন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

**১৯। গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা প্রদান।**—জাতীয় গ্রন্থাগার ইহার সদস্য বা ব্যবহারকারীগণকে পাঠ, রেফারেন্স, রেফারেল, গবেষণা, তথ্য এবং গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করিতে পারিবে।

**২০। মৌলিক শনাক্তকরণ নম্বর বা নাম প্রদান।**—(১) জাতীয় গ্রন্থাগার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বার (ISBN) ও ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নাম্বার (ISSN) এবং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট অনুরূপ কোনো বিষয়কে এককভাবে চিহ্নিতকরণের জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী স্বীকৃত মৌলিক শনাক্তকরণ নম্বর বা নাম প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপধারা (১) এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে জাতীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শনাক্তকরণ নম্বর বা নাম প্রদানের জন্য নির্ধারিত সংস্থা বা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করিবে।

**২১। ক্যাটালগিং ইন পাবলিকেশন (CIP) সেবা প্রদান।**—ক্যাটালগিংয়ে সমতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থাগার বাংলাদেশের প্রকাশক ও গ্রন্থকারগণকে পুস্তক প্রকাশের পূর্বে নির্ধারিত ফি বা সেবামূল্যের বিনিময়ে ক্যাটালগিং ইন পাবলিকেশন (CIP) সেবা প্রদান করিতে পারিবে

**২২। গ্রন্থাগার বিষয়ে কোর্স পরিচালনা।**—অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে এবং প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ইন্টার্নশিপ, সংক্ষিপ্ত কোর্স ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি পরিচালনা করিতে পারিবে।

**২৩। চুক্তি সম্পাদন।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে জাতীয় গ্রন্থাগার সমমনা প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, নলেজ শেয়ারিং, নেটওয়াকিং, এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম বা অনুরূপ কোনো কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য চুক্তি, সমঝোতা স্মারক প্রভৃতি সম্পাদন করিতে পারিবে।

**২৪। কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ।**—ধারা ১১-এ উল্লেখকৃত কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার অন্য কোনো গ্রন্থাগার বা অনুরূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সাহায্য বা সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি বিদেশি হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সাহায্য বা সহযোগিতা গ্রহণ করিবার পূর্বে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

**২৫। আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা।**— শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিতকরণে জাতীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের সকল গ্রন্থাগার তথা গণগ্রন্থাগার, একাডেমিক গ্রন্থাগার, বিশেষায়িত গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতা ও সমন্বয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করিবে। গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধকরণে আন্তর্জাতিক পুস্তক বিনিময়ে কার্যকর ভূমিকা পালন করিবে।

**২৬। জীবন সদস্য ও সাধারণ সদস্য।**— (১) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বাংলাদেশের যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন নাগরিক নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া এক বা পাঁচ বা দশ বৎসর মেয়াদে অথবা জীবন সদস্য হিসাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) সাধারণ সদস্যগণ নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া সদস্যপদের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি না হইলে বিদেশি নাগরিকগণ নির্দিষ্ট শর্তে নির্ধারিত ফি জমা প্রদান করিয়া এক বৎসরের জন্য গ্রন্থাগারের সদস্য হইতে পারিবেন এবং নির্ধারিত ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে অনুমোদিত ও নির্দিষ্ট তথ্যসেবা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**২৭। পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান।**— জাতীয় গ্রন্থাগারের সংগ্রহ সমৃদ্ধকরণে অবদান রাখিবার জন্য লেখক, সম্পাদক, প্রদায়ক ও বাংলাদেশের প্রকাশকদেরকে নির্ধারিত শর্ত পূরণ বা বিধি অনুযায়ী, পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা যাইবে।

**২৮। অপরাধ ও দন্ড।**—(১) যদি কোনো ব্যক্তি জ্ঞাতসারে জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কোনো গ্রন্থ, বই, পাণ্ডুলিপি, পত্রপত্রিকা,ম্যাগাজিন, জার্নাল, মানচিত্র ইত্যাদি গ্রন্থাগার সামগ্রী বিকৃত করেন, ছিঁড়িয়া ফেলেন, ক্ষতিগ্রস্ত করেন বা ধ্বংস করেন, বা সার্ভারে রক্ষিত তথ্য মুছিয়া ফেলেন বা হ্যাক করেন তাহা হইলে তিনি ৩ বছরের কারাদন্ডসহ অনধিক ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত তথ্য সামগ্রীর বর্তমান বাজার মূল্যের তিনগুণ অর্থ দন্ডে যাহা অধিক হয় দন্ডিত হইবেন।

(২) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত কোনো বিধি বা বিধিমালার বিধান অনুসরণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনোভাবে সরকারি সংগ্রহ বিনষ্ট করেন অথবা আত্মসাৎ করেন বা বিদেশে পাচার করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ বছরের কারাদন্ডসহ অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) সুনির্দিষ্ট বিধি বা পদ্ধতি পরিপালনপূর্বক এই আইনের আওতায় বিচারিক কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

**২৯। অনুলিপি ও উদ্ধৃতাংশের প্রমাণীকরণ।**—জাতীয় গ্রন্থাগারের কোনো তথ্যসামগ্রীর অনুলিপি বা উহার উদ্ধৃতাংশ যথাযথ প্রমাণীকরণ করিয়া জাতীয় গ্রন্থাগারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো গেজেটেড কর্মকর্তা প্রত্যায়ন করিলে উহা মূল তথ্যসামগ্রীর ন্যায় প্রমাণক বা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

**৩০। বাৎসরিক প্রতিবেদন।**—মহাপরিচালক প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর হইতে অনধিক ৪ (চার) মাস বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বৎসরের জাতীয় গ্রন্থাগার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির উপর একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

**৩১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

**৩২। রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই আইন জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইতঃপূর্বে জারিকৃত এতদসংশ্লিষ্ট সকল আদেশ, নির্দেশ, নিয়ম কানুন, বিধি এতদ্দ্বারা বিলুপ্ত হইবে, এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের-

(ক) সকল সম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও বিশেষ অধিকার এবং ভূমি, ইমারত, নগদ স্থিতি, সংরক্ষিত তহবিল, বিনিয়োগ, সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তিতে বা উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সকল অধিকার ও স্বার্থ এবং সকল হিসাববহি, নিবন্ধনবহি, নথিপত্রসহ সকল দলিলপত্র অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরিত ও উহার উপর ন্যস্ত হইবে; এবং

(খ) সকল ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি, যথাক্রমে অধিদপ্তরের ঋণ, দায় ও দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা, উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকারি নির্দেশে জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য কোনো বিধি, জারিকৃত কোনো আদেশ, প্রজ্ঞাপন, প্রদত্ত কোনো নোটিশ বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা অথবা চলমান কোনো কাজকর্ম এই আইনের বিধানাবলির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে অথবা যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ ততটুকু অথবা উহা রহিত বা সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

**৩৩। ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।